প্রত্যয়

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি করার একটি পদ্ধতি হল প্রকৃতি ও প্রত্যয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয় সম্পর্কিত আলোচনা তাই বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* প্রকৃতি ও প্রত্যয় কাকে বলে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
* প্রত্যয় কত প্রকার তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।

যেমন- পড়, একটি ধাতু। ✓ পড় এর পর 'আ' যুক্ত করলে হবে ✓পড়+আ = পড়া। একটি নতুন শব্দ। এখানে 'পড়' ধাতু এবং 'আ' হল প্রত্যয়।

এমনি দিন+ইক = দৈনিক

✓চল+অন্ত = চলন্ত

প্রত্যয়গুলো কখনো ধাতুর শেষে যুক্ত হয়, কখনো বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়। তাই প্রত্যয়ের সাহায্যে যে সকল নতুন শব্দ গঠিত হয় তার উৎস দু'প্রকার। সেজন্যে প্রত্যয় জাত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে কখনো ধাতু পাওয়া যায়, কখনো বা শব্দ পাওয়া যায়। প্রত্যয়কে বাদ দিলে শব্দের মূল অংশকেই প্রকৃতি বলে।

সংজ্ঞা

ধাতু বা শব্দ যার সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেই মূল অংশকেই প্রকৃতি বলে।

তাই প্রত্যয় নির্ণয় করার সময় অবশ্যই ধাতু এবং শব্দের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

১। ✓পড় + আ = পড়া

↓ ↓ ↓

প্রকৃতি প্রত্যয় নতুন শব্দ

↑ ↑ ↑

২। কাঁচ + আ = কাঁচা

প্রথম প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল ধাতু এবং দ্বিতীয় প্রত্যয়টি বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল শব্দ। প্রকৃতি তাই দু'প্রকার।

১. ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি

২. নাম প্রকৃতি

১। **ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি :** যে শব্দমূল কোন কিছুর নাম না বুঝিয়ে কোনও প্রকার ক্রিয়াকে বোঝায় তাকে বলে ধাতু বা ক্রিয়াপ্রকৃতি বলে। কারণ আমরা আগেই জেনেছি ক্রিয়ার মূলই ধাতু। ওযমন -

✓চল+অন্ত = চলন্ত

✓পড় + উয়া = পড়ুয়া

২। **নাম প্রকৃতি :** যে শব্দমূলকে কোন প্রকার ক্রিয়া না বুঝিয়ে জাতি, গুণ, বিষয় বা বস্তুকে বোঝায় তাকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন-

তেল+আ = তেলা

হাত+ আ =হাতা

দুটোতেই মূল শব্দটি কোন কিছুর নামকে বোঝাচ্ছে। এক অর্থে নাম প্রকৃতিগুলো আবার মৌলিক শব্দও বটে।

প্রত্যয় আবার দু‘প্রকার—

১. কৃৎ প্রত্যয় ও

২. তদ্ধিত প্রত্যয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

এক কথায় উত্তর দিন :

১। যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমসষ্টি ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কি বলে?

২। প্রত্যয়ের সাহায্যে যে সমস্ত নতুন শব্দ গঠিত হয় তার উৎস কয় প্রকার?

৩। প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের মূল অংশকে কি বলে?

৪। প্রকৃতি কয় প্রকার?

৫। যে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের মূল অংশটি কোন শব্দকে বোঝায় তাকে কোন প্রকৃতি বলে?

৬। যে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের মূল অংশটি ধাতু তাকে কোন প্রকৃতি বলে?

৭। প্রত্যয় কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। প্রত্যয়, ২। দুই প্রকার ৩। প্রকৃতি, ৪। দু’প্রকার ৫। নাম প্রকৃতি

৬। ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতি ৭। দু’প্রকার ক. কৃৎ প্রত্যয়, খ. তদ্ধিত প্রত্যয়

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
* কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার তা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* কি কি উপায়ে কৃৎ প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

যে সব প্রত্যয় ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন -

✓ডুব+আরি = ডুবারি>ডুবুরি

✓চল্+আ = চলা

ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দকে কৃদন্ত পদ বা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ বলে।

বাংলা ভাষায় যেহেতু অন্যান্য ভাষারও বহু শব্দ রয়েছে। তেমনি অন্য ভাষার প্রত্যয়ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎপ্রত্যয়গুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা -

১. বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

২. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

৩. বিদেশী কৃৎ প্রত্যয়

[ধাতু বোঝাবার জন্য✓চিহ্ন এবং রূপান্তর বোঝাবার জন্যে > চিহ্ন ব্যবহৃত হল]

বাংলা কৃৎপ্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ

১. **অ (লুপ্ত) প্রত্যয় যোগে :** ধাতুর পরে 'অ' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। উচ্চারণের সময় এই 'অ' প্রত্যয়টির অনেক সময় উচ্চারিত হয় না তাই একে লুপ্ত প্রত্যয়ও বলে।

যেমন, ✓চল্+অ = চল, ✓ধর্+অ=ধর, ✓ঝুল+অ=ঝুল। ✓খুঁজ+অ=খোঁজ, (ধাতুর পর 'উ' কার পরিবর্তিত হয়ে 'ও' কার হয়েছে), ✓ঝুক্+অ=ঝোঁক

কখনও কখনও 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে বিশেষণ শব্দটি হয় তা শব্দের দ্বিত্ব, হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন, ✓কাঁদ্+অ=কাঁদো

✓ডুব্+অ=ডুবু, [কৃদন্ত পদে 'অ' 'উ'তে পরিণত হয়েছে]

✓উড়্+অ=উড়ু ইত্যাদি

২। **অন্ প্রত্যয় যোগে :** এই প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ হয়।

✓নাচ্+অন=নাচন, ✓কাঁদ্+অন=কাঁদন, ✓বাঁধ্+অন=বাঁধন, এভাবে বাড়ন, ঝুলন, দোলন, গড়ন, ফলন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গেও 'অন্' প্রত্যয়যুক্ত হয়। যেমন–

✓যা+অন=যাওন, ✓ছা+অন=ছাওন, ✓ঝাড়া+অন=ঝাড়ান।

এমনি সাজন, ফুড়ন, গাওন। উচ্চারণের সময় কখনও কখনও ‘অন’ প্রত্যয়টি ওন হতে পারে।

৩। **‘অনা প্রত্যয় যোগে :** ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ হয়।

✓কাঁদ্+অনা = কান্দনা>কাদনা>কান্না

✓দে+অনা = দেনা, ✓পি+অনা= পাওনা, ✓রাধ্+অনা = রাধনা >রান্না। এভাবে ধরনা, খেলনা, কাটনা, দোলনা, ঢাকনা, বাজনা ইত্যাদি।

৪। **অনি প্রত্যয় যোগে :** অনি প্রত্যয় স্বরসঙ্গতির ফলে কখনও উনি, পদে ‘উ’ লোপ পেয়ে ‘নি’ হয়ে যায়।

✓কাদ+অনি = কাদুনি, ✓চাহ্+অনি = চাহনি, ✓রাধ+অনি = রাঁধুনি, এমনি কাঁপুনি, নাচুনি, ছাঁকুনি, ইত্যাদি।

৫। **অন্ত প্রত্যয় যোগে :** অন্ত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ হয়।

✓ফুট্+অন্ত = ফুটন্ত, ✓ফল্+অন্ত = ফলন্ত, ✓পড়ু+অন্ত = পড়ন্ত, ✓ডুব+অন্ত = ডুবন্ত। এমনি, ছুটন্ত, জীয়ন্ত, বাড়ন্ত ইত্যাদি।

৬। **‘আ’** প্রত্যয় যোগে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং বিশেষণ দুটোই হয়।**

✓চল্+আ = চলা, ✓পড়ু+আ = পড়া, ✓ফুট+আ = ফোটা, এমনি ছোটা, দেখা, শোনা ইত্যাদি।

৭। **‘আই’** প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়।

✓যাচ্+আই = যাচাই, ✓বাছ্+আই = বাছাই, ✓বাধ্+আই = বাঁধাই, এমনি করে ঢালাই, চোলাই, খোদাই (✓খুদ্+আই), লড়াই ইত্যাদি।

৮। **‘আইত (চলিত ভাষায় আত) প্রত্যয় যোগে :**

✓ডাক্+আইত = ডাকাইত>ডাকাত, ✓সেব্+আইত = সেবাইত

৯। **‘আও’ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ :**

✓ঘির্+আও = ঘেরাও, ✓চড়ু+আও = চড়াও, ✓ঢাল্+আও = ঢালাও। এভাবে, ফলাও, ছাড়াও ইত্যাদি।

১০। **আন বা আনি প্রত্যয় যোগে :**

✓জান্+আন = জানানো, ✓ঠক্া+আন = ঠকানো, ✓শুন+আনি = শুনানি, এভাবে পারানি, জুতানো, উড়ানি, জ্বালানি, শাসানি ইত্যাদি।

১১। **আরি বা উরি প্রত্যয় যোগে (সাধারণত কর্মেদক্ষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ গঠিত হয়) :**

✓ডুব্+আরি = ডুবারি>ডুবুরি, ✓ধুন্+আরি = ধুনুরি, ✓পূজ্+আরি = পূজারি ইত্যাদি।

১২। **তা, তি প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ :**

✓ফির্+তা = ফেরতা, ✓বহ্+তা = বহতা, ✓পড়+তা = পড়ুতা, এমনি বাড়তি, গনতি, কাটতি, কমনি ইত্যাদি।

১৩। **‘ই’ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ :**

✓বুল+ই= বুলি, ✓ভাজ্+ই = ভাজি, ✓বেড়ু+ই = বেড়ি, ✓হাস্+ই = হাসি, এভাবে কাশি, চুরি ইত্যাদি।

১৪। **ইয়া, ইলে, ইতে প্রত্যয় যোগে**

✓চড়+ইয়া = চড়িয়া, (সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়া হয়) ✓বস্+ইয়া = বসিয়া, ✓ফির্+ইলে = ফিরিলে, ✓নাচ্+ইতে = নাচিতে, এমনি উঠিতে, ফিরিতে, উঠিলে ইত্যাদি।

১৫। **‘উক’ প্রত্যয় যোগে :**

✓মিশ্+উক = মিশুক, ✓খা+উকা = খাউকা>খেকো।

১৬। **‘অক্’ প্রত্যয় যোগে :** ✓মুড়+অক = মোড়ক, ✓চড়ু+অক = চড়ক, ✓ঝল্+অক = ঝলক, এমনি দোলক।

আরও অনেক প্রত্যয় নিস্পন্ন শব্দ রয়েছে আপনারা চিন্তা করে শব্দ সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করুন।

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

১। **'অনট' প্রত্যয় যোগে** ('ট', লুপ্ত হয়ে অন থেকে যায়) :

যেমন- ✓নী+অন = নয়ন, ✓শ্রু+অনট = শ্রবণ, ✓কৃষ+অনট>কর্ষন, এমনি করে ✓ভুজ্, ✓পিত, ✓রক্ষ, ✓ভক্ষ, ✓গর্জ, ✓লজ্ঘ, প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে অনট প্রত্যয়যুক্ত হয়ে ভোজন, পতন, রক্ষণ ভক্ষণ, গর্জন ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়।

২। **'ক্ত' প্রত্যয় যোগে** ('ক' লুপ্ত হয়ে 'ত' থেকে যায়) ✓মুচ+ক্ত = মুক্ত, ✓গম+ক্ত = গত, ✓কৃ+ক্ত = কৃত, ✓শ্রুত+ক্ত = শ্রুত, ✓সৃজ্+ক্ত = সৃষ্ট, ✓ভুজ্+ক্ত = ভূত, ✓দুহ্+ক্ত = দুগ্ধ, ✓বচ্+ক্ত= উক্ত, ✓বপ্+ক্ত = উপ্ত।

[ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়। যেমন- ধাতুর পরের বর্ণটি চ ও জ থাকলে সেখানে ক হয়। উপরের উদাহরণে এ পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা গেছে।]

৩। **ক্তি প্রত্যয়** 'ক' লুপ্ত হয়ে 'তি' হয়। যেমন ✓গম্+ক্তি = গতি, ✓খ্যা+ক্তি = খ্যাতি, ✓বৃধ্+ক্তি = বৃদ্ধি, এমনি শক্তি, দীপ্তি, শান্তি, তৃপ্তি, ভীতি ইত্যাদি।

৪। **'তব্য' প্রত্যয়** (সাধারণত করা, উচিত এই অর্থে ধাতুর পরে যুক্ত হয়) ✓কৃ+তব্য = কর্তব্য, ✓দা+তব্য = দাতব্য, ✓স্মৃ+তব্য = স্মতব্য, ✓দৃশ+তব্য = দ্রষ্টব্য, ✓ গম্+তব্য = গন্তব্য, ✓বচ্+তব্য = বক্তব্য।

৫। **'ণক' প্রত্যয়** যোগে (ণ লোপ পেয়ে 'অক' থাকে) শব্দ = ✓নী+ণক = নায়ক, ✓গৈ+ণক = গায়ক, ✓কৃ+ণক = কারক, ✓গ্রহ+ণক = গ্রাহক এভাবে খাদক, নর্তক, রজক ইত্যাদি।

৬। **'তৃচ' প্রত্যয়** যোগে শব্দ ('চ' লোপ পেয়ে 'তৃ' থেকে যায়)

✓মা+তৃচ = মাতা(তৃ>তা হয়েছে), ✓পা+তৃচ = পিতা, ✓দা+তৃচ = দাতা, ✓কৃ+তৃচ = ক্রেতা

৭। **য্যাণ প্রত্যয়** (য,ণ লোপ পেয়ে 'য'ফলা থেকে যায়]

✓কৃ+য্যান = কার্য, ✓রম+য্যান = রম্য, ✓ধৃ+য্যান =ধার্য

৮। **'অল' প্রত্যয়ে :** (ল লোপ পায় অ থাকে)

✓জি+অল = জয়, ✓ক্ষি+অল = ক্ষয়, ✓ভি+অল = ভয়, এরূপ ক্রোধ, ভেদ, ইত্যাদি।

৯। **'ইন' প্রত্যয় যোগে** ✓জি+ইন = জয়ী, ✓শ্রম+ইন = শ্রমী

১০।**ইষ্ণু প্রত্যয় যোগে :** ✓সহ+ইষ্ণ = সহিষ্ণু, ✓চল+ইষ্ণু = চলিষ্ণু, এরূপ ক্ষয়িষ্ণু, বর্ধিষ্ণু ইত্যাদি।

১১।**নিন প্রত্যয়** (ণ-লুপ্ত হয়ে 'ইন' থাকে, ইন 'ঈ' কার হয়) : যেমন ✓গ্রহ+নিন = গ্রাহী, ✓প্রা+নিন = পায়ী, এরূপ কায়ী, দ্রোহী, স্থায়ী, ইত্যাদি।

নিজেরা আরো প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ চিন্তা করে উপরে দেয়া নিয়মযোগে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

২। বাংলা ভাষায় কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুইপ্রকার খ. চার প্রকার

গ. তিন প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

৩। ‘দেনা’ শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. দে+না খ. দে+অনা

গ. দি+না ঘ. দা+ইনি

৪। ‘মাতা’র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মা+তা খ. ম+আতা

গ. মাতৃ+আ ঘ. মা+তৃচ

৫। ‘মুক্ত’র সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক. মুহ+ত খ. মুচ+ক্ত

গ. মুক+ত ঘ. মু+ক্ত

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

২। গ. ৩। খ ৪। ঘ ৫। খ

নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় করুন :

ঝাড়ন =

পাওনা =

দোলনা =

রাঁধুনি =

জীয়ন্ত =

লড়াই =

যাচাই =

ডাকাত =

ঘেরাও =

ডুবুরি =

ফলন্ত =

ডুবুডুবু =

শ্রবণ =

জ্ঞাত =

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
* তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
* কতগুলো শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করতে পারবেন।

যে শব্দের মূল অংশটি কোন ক্রিয়া না বুঝিয়ে বস্তু, বিষয় এবং গুণ বোঝায় এগুলোকে নাম প্রকৃতি বলে।

সংজ্ঞা : শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যে সব প্রত্যয় নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

যেমন,

চোর+আই = চোরাই

ঢাকা+আই = ঢাকাই

লাজ+উক = লাজুক

এখানে চোর, ঢাকা, লাজুক তিনটি শব্দ মূলই, শব্দ এবং গুণকে নির্দেশ করে। তিনটির একটি প্রকৃতিও ক্রিয়া বা ধাতু নয়। তাই এগুলো তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ।

বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার

১. বাংলা তদ্ধিত
২. সংস্কৃত বা তৎসম তদ্ধিত
৩. বিদেশী তদ্ধিত

নিচে তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দেয়া হল

বাংলা তদ্ধিত

১। অ বা ও প্রত্যয় যোগে : কাল+অ = কালো, শিব+অ = শিব, নুলা+অ = নুলো।

২। অট, অটা, অটি, অটিয়া ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ সাদৃশ্য অর্থে বা ভাবার্থে বিশেষ্য বা বিশেষ্যবাচক শব্দ বোঝায়।

দর্প>দাপ+অট = দাপট, ঝাপ+অটা = ঝাপটা, জমা+অট = জমাট, ভরা+অট = ভরাট, এভাবে ঘষটা, বাহুটা নেওটা, পাশুটে ইত্যাদি শব্দ হয়।

স্বর সঙ্গতির ফলে অনেক সময়

ধোয়া+আটিয়া = ধোয়াটিয়া>ধোয়াটে, এবাবে তুলো, তামা+আটিয়া = তামাটিয়া>তামাটে, ভাড়াটে, আষটে, ঝগড়াটে, বোকাটে, লম্বাটে ইত্যাদি শব্দ হয়।

৩। আ প্রত্যয় যোগে সাধারণত স্বার্থ, নিন্দায় বা অনাদরে এবং সম্বন্ধ কোন কিছুর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

চোর+আ = চোরা, ছাগল+আ = ছাগলা, পাগল+আ = পাগলা, বাঘ+আ = বাঘা, হাত+আ = হাতা, চাল+আ = চালা, তেল+আ = তেলা, জল+আ = জলা।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বোঝাতে : হাজির+আ = হাজিরা, চাষ+আ = চাষা।

৪। আই প্রত্যয় সাধারণ ভাবার্থে সম্বন্ধ বোঝাতে বা বিশেষণার্থে ব্যবহৃত হয়।

বিশেষণ : চোর+আই = চোরাই, বড়+আই = বড়াই, মোগল+আই = মোগলাই, এমনি মিঠাই, বামনাই, খাড়াই, সাফাই ইত্যাদি।

'আই' প্রত্যয় অনেক সময় নামের সংক্ষিপ্ত রূপের উত্তরে আদরার্থে বোঝায়।

বলাই (বল রামের সংক্ষিপ্ত), কান+আই = কানাই (কৃষ্ণের) নিমাই

জাত অর্থে = ঢাকা+আই = ঢাকাই।

৫। আউরা (অভিশ্রুতিতে ওয়া) উয়া (অভিশ্রুতিতে ও) প্রত্যয় সাধারণত বিশেষণ, সম্বন্ধ, সংযোগ ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ঘর+আউয়া = ঘরোউয়া>ঘরোয়া, ঘাথউয়া = ঘেয়ো, গা+উয়া = গেঁয়ো, টাকা+উয়া = টেকো, এমনি বেতো, সলো, ঝড়ো, তেলো, ভেতো, গেছো, দেঁতো, গেছো, মেছো ইত্যুদি।

৬। আনি (সংস্কৃত পানীয় অর্থে) আম+আনি = আমানি, নাকানি, চোবানি।

৭। আম, আমো, আমি প্রত্যয় যোগে : ভাব, কর্ম বা অনুকরণার্থে।

ঠক+আমি = ঠকামি, ছেলে+মি = ছেলেমি, পাকা+আমি = পাকামি, এমনি করে পাগলামি ডেপোনি, বোকামি, কুড়েমি ইত্যাদি।

৮। আর, আরি, ইরি, উরি প্রত্যয় যোগে সাধারণ বৃত্তি পেশা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চাম+আর = চামার, (গ্রাম>গাও) গাঁও,+আর = গাওয়ার>গোয়ার, পূজা+আরি = পূজারি, শাঁখারি, কাসারি, জুয়ারি, ভিখারি ইত্যাদি।

৯। আল প্রত্যয় যোগে গুণ সম্বন্ধ ইত্যাদি বোঝায়, যেমন বঙ্গ+আল = বাঙ্গাল, পাক+আল = পাঁকাল, ছুচ+আল = ছুচাল, এমনি জোরালো, ঝাঁজালো, দাতাল, জমকানো, মাতাল, ঘড়ীআল, ঘোষাল, সিধেল।

১০। ওয়ালা, ওলা প্রত্যয় যোগে : বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা, কাপড়ওলা, গাড়িওয়ালা।

১১। আলি ভাবার্থে ও সাদৃশ্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

ভাবার্থে : মিতা+আলি = মিতালি, ঘটকা+আলি = ঘটকালি, এমনি চতুরালি

সাদৃশার্থে : রূপালি, সোনালি, গোড়ালি, সুতুলি।

১২। ইয়া প্রত্যয় যোগে সাধারণত কোন কিছুর মত, অনাদরে অতি ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হাল+ইয়া = হেলে, পাহাড়+ইয়া = পাহাড়িয়া>পাহাড়ে, মাটি+ইয়া = মেটে, এভাবে কুড়ে, নাচুনে, ছোঁয়াচে, আষাঢ়ে কুছলে, ছিচকে ইত্যাদি।

১৩। উ প্রত্যয় যোগে : সাঁতার+উ = সাঁতারু, ঢাল+উ = ঢালু, পিছু।

১৪। উক প্রত্যয় যোগে বিশেষণ বাচক শব্দ হয়।

পেট+উক = পেটুক , মিথ্যা+উক = মিথ্যুক, হিংসুক, লাজুক, নিন্দুক।

১৫। ক, কা, কি, কিয়া, : স্বার্থে, সম্বন্ধে, শব্দের প্রসারে ব্যবহৃত হয়।

মড়+অক = মড়ক, ঢোল+ক= ঢোলক, দমক, দমকা।

১৬। ল প্রসারে লা, লি প্রত্যয়ে দীর্ঘ+ল = দীঘল, পাত+লা = পাতলা, হাত+ল = হাতল, মেঘ+লা = মেঘলা।

আপনি আরও শব্দ চিন্তা করে এভাবে প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করুন।

সংস্কৃত তদ্ধিত

১। অ (সংস্কৃত প্রত্যয়) প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে এর প্রাতিপদিকের (বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে) শেষ স্বরের উ-কার ও কারে পরিণত হয়। (ও+অ সন্ধির নিয়মে অব হয়) যেমন মনু+অ = মানব, লঘু+(ষ্ণ)অ = লাঘব, কুরু+অ = কৌরব, গুরু+অ = গৌরব, শিশু+অ = শৈশব। এভাবে রাঘব, মাধব, যাদব, দানব, শৈব (শিব+অ), বৈষ্ণব (বিষ্ণু+অ) ইত্যাদি

জাত অর্থে : পৃথিবী+অ = পার্থিব, দেব+অ = দৈব, হেমন্ত+অ = হৈমন্ত, এভাবে, প্রাকৃত, বৈধ, আরণ্য, সান্ধ্য, পাশব, চৌম্বক, হান্তব, বাস্তব ইত্যাদি।

২। আলু (সংস্কৃত আলুচ) অভ্যাস অর্থে, ব্যবহৃত হয়। নিদ্রা+আলু = নিদ্রালু, শ্রদ্ধা+আলু = শ্রদ্ধালু, দয়ালু, ভাবালু।

৩। 'ই' প্রত্যয় সাধারণত : পুত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। দশরথ+ই = দাশরথি, সুমিত্রা+ই = সৌমিত্রি, পর্বত+ই = পার্বতি, জনক+ই = জানকি ইত্যাদি।

৪। 'ইক' প্রত্যয় যোগে সম্বন্ধ, জাত, নিযুক্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তর্ক+ইক = তার্কিক, ন্যায়+ইক = নৈয়ায়িক, পুরাণ+ইক = পৌরানিক, পরলোক+ইক = পারলৌকিক, সমাজ+ইক = সামাজিক, সর্বজন+ইক = সার্বজনীন, দেহ+ইক = দৈহিক।

এমনি, মৌখিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, জাগতিক, ঐচ্ছিক, আধুনিক, রাজনীতিক, সাম্প্রতিক ইত্যাদি।

৫। ইত (জাত অর্থে) পল্লব+ইত = পল্লবিত, এভাবে অঙ্কুরিত, কণ্টকিত, লজ্জিত, দুঃখিত।

৬। ইন, বিন, অস্তি (আছে এই অর্থে) পক্ষ+ইন = পক্ষী, ফণা+ইন্ = ফণী, মেধা+বিন = মেধাবী, এভাবে তপস্বী, মায়াবী, তেজস্বী।

৭। ইমা (ইমন থেকে) ভাবার্থে।

নীল+ইমা (ইমন) = নীলিমা, রক্তিমা, তনিমা, মহৎ+ইমা = মহিমা, অনিমা ইত্যাদি।

৮। ইল (আছে অর্থে) পঙ্ক ইল = পঙ্কিল, মাংস+ল = মাংসল, শীত+ল = শীতল, ফেন+ইল = ফেনিল, পাংশুল।

৯। ইন প্রত্যয় যোগে শব্দ : নব+ইন = নবীন, গ্রাম+ইন = গ্রামী, কুল+ইন = কুলীন।

১০। ঈয় প্রত্যয় যোগে : দেশ+ঈয় = দেশীয়, রাজ+ঈয় = রাজকীয়, ধর্ম+ঈয় = ধর্মীয়।

১১। তা, ত্ব প্রত্যয় যোগে : মূর্খ+তা = মুর্খতা, অলস+তা = অলসতা, এভাবে, কাতরতা, সাধুতা, শালীনতা, নিপুণতা, চপলতা, নেতৃ+ত্ব = নেতৃত্ব, পিতৃ+ত্ব = পিতৃত্ব, এভাবে মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, কর্তৃত্ব।

১২। 'তন' প্রত্যয় যোগে সাধারণত : কালবাচক অব্যয়ের পরে বসে এই প্রত্যয় শব্দ তৈরি করে। যেমন- পূর্ব+তন = পূর্বতন, পুরা+তন = পুরাতন, চিরম+তন = চিরন্তন ইত্যাদি।

১৩। মৎ = বৎ মৎ প্রত্যয়ের 'ম' স্থলে 'ব' হয়। কিংবা, মনে, বনে হয়।

গুণ+বৎ = গুণবান, বল+বৎ = বলবান, জ্ঞান+বৎ = জ্ঞানবান, ধনবতী, ভাগ্যবতী ইত্যাদি।

১৪। ময় (মরট) = ব্যাপ্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

জল+ময় = জলময়, মৃৎ ময় = মৃন্ময়, মধুময়, বাষ+ময় = বাঙ্ময়, চিৎ+ময় = চিন্ময় ইত্যাদি।

১৫। 'য' প্রত্যয় যোগে : সেনাপতি+য = সৈন্যপত্য।

পুরোহিত+য = পিরেহিত্য, আদি+য = আদ্য, তালু+য = তালুব্য, প্রাচ্+য = প্রাচ্য, স্থির+য = স্থৈয্য, ধীর+য = ধৈর্য, বিষম+য = বৈষম্য। এভাবে, কার্পণ্য, আধিক্য, ঔদার্থ, সাম্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি।

১৬। 'র' আছে অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুখ+র = মুখর, উষ+র= উষর, মধু+র = মধুর, পাণ্ডুর।

১৭। বৎ প্রত্যয় সাধারণত তুলনার্থে ব্যবহৃত হয়।

চন্দ্র+বৎ = চন্দ্রবৎ, পিতৃ+বৎ = পিতৃব্য, পুত্রবৎ, ভ্রাতৃবৎ

১৮। 'শ' আছে অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন - রোম+শ = রোমশ/লোমশ, গিরি+শ= গিরিশ ইত্যাদি।

১৯। সাৎ প্রত্যয় যোগে : আত্ম+সাৎ = আত্মসাৎ

বিদেশী তদ্ধিত

১। আনা > আনি প্রত্যয় যোগে : বাবু+আনা = বাবুয়ানা, গরিব+আনা = গরিবানা, বিবি+আনা = বিবিয়ানা, মুরুব্বি+আনা = মুরুব্বিআনা।

২। 'ওয়ান' প্রত্যয় যোগে : গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান, দ্বার+ওয়ান = দারোয়ান, এভাবে কোচওয়ান।

৩। খানা প্রত্যয় যোগে : বৈঠক+খানা = বৈঠকখানা, চিড়িয়া+খানা = চিড়িয়াখানা

৪। খোর প্রত্যয় যোগে : ঘুষ+খোর = ঘুষখোর, এমনিকরে গাজাখোঁর, মদখোর, আফিখোর, নেশাখোর।

৫। গর, গিরি প্রত্যয় যোগে : কারি+গর = কারিগর, বাবু+গিরি = বাবুগিরি, গুরু+গিরি = গুরুগিরি, দাতাগিরি, কেরানিগিরি, নেতাগিরি, গুন্ডাগিরি ইত্যাদি।

৬। চা, চি, প্রত্যয় যোগে : তবল+চি = তবলচি, মশাল+চি = মশালচি, খাঞ্জাচি, বাবুর্চি ইত্যাদি।

৭। দান, দানি প্রত্যয় যোগে : ফুল+দানি = ফুলদানি, কলম+দান = কলমদান, এভাবে আতরদান, ধূপদান, বাতিদান, মোমদানি ইত্যাদি।

৮। দার প্রত্যয় যোগে : দোকান+দার = দোকানদার, বাজন+দার = বাজনাদার, অংশী+দার = অংশীদার, ভাগীদার, জমিদার, হাওলাদার, দফাদার, খবরদার।

৯। নবিশ (লেখার কাজে ব্যবহৃত অর্থে) : নকল+নবিশ= নকলনবিশ, শিক্ষা+নবিশ = শিক্ষানবিশ, হিসাব+নবিশ = হিসাবনবিশ।

১০। বন্দ, বন্দী অর্থে : নজর+বন্দী = নজরবন্দী, বাক্স+বন্দী = বাক্সবন্দী, গলা+বন্ধ = গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ।

১১। বাজ (খারাপ অর্থে) : ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ, ধড়ি+বাজ = ধড়িবাজ, চাঁদা+বাজ = চাঁদাবাজ, চাপা+বাজ = চাপাবাজ। এভাবে চালবাজ, গুলবাজ, দাঙ্গাবাজ, ফন্দিবাজ

১২। সই বা সহি (যোগ্য অর্থে) : মানান+সই = মানানসই, টেক+সই = টেকসই, লাগসই, প্রমানসই, মাপসই ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার?

ক. দুই	খ. তিন

গ. চার	ঘ. পাঁচ

২। শব্দের সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে

ক. তদ্ধিত প্রত্যয়	খ. ধাতু প্রকৃতি

গ. কৃৎ প্রত্যয়	ঘ. নাম প্রকৃতি

৩। নাম প্রকৃতিকে এক অর্থে বলা যায়

ক. যৌগিক শব্দ	খ. মৌলিক শব্দ

গ. তৎসম শব্দ	ঘ. বিদেশী শব্দ

৪। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে

ক. ক্রিয়া বিভক্তি বলে	খ. প্রত্যয় বলে

গ. ধাতু বলে	ঘ. প্রাতিপদিক বলে

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ, ২। ক ৩। খ ৪। ঘ

নিচের শব্দগুলোর প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর

প্রকৃতি + প্রত্যয়

জটা =

জমাট =

মেটে =

মৃন্ময় =

মেছো =

ছেলেমি =

রাঘব =

পাণ্ডব =

নেতৃত্ব =

ঘুষখোর =

চাঁদাবাজ =

প্রাচ্য =

টেকসই =

গ্রাম্য =

মেধাবি =

দৈনিক =

সাংবাদিক =

চপলতা =

মধুর =

দাতাগিরি =

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কোন শব্দটি প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. হাত খ. গোপ

গ. মা ঘ. জমাট

২। ধাতু বা শব্দের পর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলো

ক. সমাস খ. উপসর্গ

গ. প্রত্যয় ঘ. কারক

৩। কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. মিশুক　　খ. শ্রবণ

গ. দারোয়ান　　ঘ. ঢাকাই

৪। কোনটি কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. আধুরি　　খ. রক্ষক

গ. দৈন্য　　ঘ. শাসাল

৫। কোন শব্দটি বিদেশী প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক. দাপট　　খ. ফুলদানি

গ. গমন　　ঘ. বিজ্ঞান

৬। ঘড়ীয়াল শব্দের সঠিক প্রত্যয় কোনটি?

ক. ঘড়+ইয়াল　　খ. ঘড়ী+আল

গ. ঘ+ড়িয়াল　　ঘ. ঘড়ীয়া+ল

৭। কোন শব্দে প্রত্যয় আদরার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ঢাকাই　　খ. লাজুক

গ. বলাই　　ঘ. গেঁয়ো

৮। কোন শব্দটিতে প্রত্যয় 'জাত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. পাবনাই　　খ. বড়াই

গ. ডাক্তার　　ঘ. লেজুড়

৯। কোন শব্দটিতে প্রত্যয় সাদৃশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ছোয়াচ　　খ. চাঁদপানা

গ. লাজুক　　ঘ. পূজারী

উত্তর

১। ঘ,　২। গ　৩। ঘ　৪। খ,　৫। খ　৬। খ,　৭। গ,　৮। ক,　৯। খ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। প্রত্যয় কাকে বলে ও কয় প্রকার উদাহরণসহ লিখুন। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

২। কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করুন।

সাহিত্যিক, দর্শনীয়, শ্রদ্ধাবান, ধড়িবাজ, পানীয়, পার্থিব, পৌরহিত্য, জীয়ন্ত, কুশর, জ্যান্ত, ভূমিসাৎ, হলদে, ডাকাত, চড়াই, বাছাই, গন্তব্য, বসতি, চাহনী, শৈশব, বহতা, কাঁদুনে, জলো, তালব্য, সাংবাদিক, আর্থিক।

৪। ধাতু থেকে শব্দ এবং শব্দ থেকে নতুন শব্দ কিভাবে সাধিত হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।